মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৬৮৪

পর্ব-২৫: শিষ্টাচার (كتاب الآداب)

পরিচ্ছেদঃ ৩. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - করমর্দন ও আলিঙ্গন

আরবী

وَعَن عكرمةَ بن أبي جهلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جِئْتُهُ: «مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

বাংলা

৪৬৮৪-[৮] ’ইকরিমাহ্ ইবনু আবূ জাহল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে উপস্থিত হই, তিনি আমাকে দেখেই বললেনঃ হিজরতকারী আরোহীর প্রতি মুবারকবাদ। (তিরমিযী)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : তিরমিযী ২৭৩৫, আল মুসতাদরাক ৫০৫৯, ‘ত্ববারানী’র আল মু‘জামুল কাবীর ১৪৪২৮, শু‘আবুল ঈমান ৮৮৮৯।

হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সনদে ‘‘মূসা ইবনু মাস্‘ঊদ’’ নামের বর্ণনাকারী য‘ঈফ। দেখুন- তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮/৫ পৃঃ।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ ‘আসকারী বর্ণনা করেন সায়ফ ইবনু যীইয়াযান সর্বপ্রথম (مَرْحَبًا) শব্দটি ব্যবহার করেন। এ হাদীসে আগমনকারী ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার দলীল রয়েছে। রসূলের নিকট থেকে এরূপ ঘটনার নযীর বারবার হয়েছে। (بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ) এখানে মুহাজির বলতে আল্লাহ ও তার রসূলের পথে হিজরতকারী অথবা দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামের দিকে হিজরত করা বুঝানো হয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় জানা গেল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী هجرة بعد الفتح ﻻমক্কা বিজয়ের পর থেকে কোন হিজরত নেই, কারণ এটা এখন দারুল ইসলাম। এর বিধান মক্কা বিজয়ের পূর্বের হিজরতের বিধানের বিপরীত। কারণ তখন হিজরত ওয়াজিব, বরং শর্ত ছিল। আর দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করার আবশ্যকতা কিয়ামত

পর্যন্ত থাকবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খন্ড, হাঃ ২৭৩৫)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ ইকরিমাহ্ ইবনু আবূ জাহল (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75408

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন